"একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত"
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২
(ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা)
www.brta.gov.bd

ডায়েরী নং ১১৪০ তারিখঃ ২৬/০৫/২৬
উপ-পরিচালক (অর্থ/অপাঃ/প্রোগ্রাঃ/মেঃ ইঞ্জিঃ
সহঃ পরিচালক (অপাঃ/সিঃ কঃ অঃ১/২/৩/হিঃ রঃ কঃ
সহঃ প্রোগ্রাঃ/ সহঃ মেঃ ইঞ্জিঃ ১/২/৩/
ব্যাক্তিগত সহকারী
ASA
২৬.০৫.২০২৬
পরিচালক (অপারেশন)

স্মারক নং- ৩৫.০৩.০০০০.০০৩.৩০.০২৪.২০-৬৭১

তারিখ: ২৪ বৈশাখ ১৪৩৩ / ৭ মে ২০২৬

বিষয়: ৩ মে ২০২৬ তারিখ রোজ-রবিবার দুপুর-০২.০০ টায় রাইডশেয়ারিং সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী (সংশোধিত) প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে এ অথরিটি-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৩ মে ২০২৬ তারিখ রোজ-রবিবার দুপুর-০২.০০ টায় রাইডশেয়ারিং সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার সংশোধিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জরুরিভিত্তিতে গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সংগে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে ৯ (নয়) পৃষ্ঠা।

BRTA ২৬/০৫/২৬

মোঃ নুরুল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)

- **বাংলাদেশ পুলিশ সংশ্লিষ্ট (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :**
  ১। জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান, এডিসি, ট্রাফিক, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ৩৬, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, ঢাকা-১০০০; এবং
  ২। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, পুলিশ পরিদর্শক শহর ও যানবাহন, পুলিশ সদর দপ্তর, ৬ ফনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা-১০০০।
- **বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট :**
  ১। পরিচালক (প্রশাসন/এনফোর্সমেন্ট/অপারেশন/ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা;
  ২। উপপরিচালক (প্রশাসন), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা;
  ৩। প্রোগ্রামার/মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা;
  ৪। উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)১/২/৩/ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা;
  ৫। সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা;
  ৬। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা; এবং
  ৭। সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-১, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
- **রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট:**
  - হেড, উবার বাংলাদেশ লিমিটেড, বাড়ি নং- ৩৬, রোড নং-সোনারগাঁও জনপথ রোড, উত্তরা, ঢাকা;
  - নির্বাহী কর্মকর্তা, পাঠাও লিমিটেড, সিডব্লিউএন (এ) (৬ষ্ঠ তলা), রোড# ৪৯, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান, মডেল টাউন, ঢাকা;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওভাই সলিউশনস্ লিমিটেড, জাহাঙ্গীর টাওয়ার (৫ম তলা), ১০, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫;
  - ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হোলো টেক লিঃ, বাড়ি # ৫২/১, রোড # ৩/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা;
  - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনআরবি সলিউশনস্ লিমিটেড, বাড়ি # ৫৮, রোড # ৮, ব্লক # ডি, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা;
  - সিইও, চালডাল লিমিটেড, হাউজ নং- ১৪, রোড নং-০৬, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকমি লিঃ, আলামিন আপন হাইটস্, প্লট-২৭/১/বি, ফ্ল্যাট-ই-১৩ ও ই-১৪, রোড-৩, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লিমিটেড, বাড়ি # ৯৬৭, রোড # ১৫, এভিনিউ # ২, মিরপুর, ডিওএইচএস, পল্লবী, ঢাকা;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, 'ইজিয়ার টেকনোলজীস লিমিটেড', বাড়ি নং-৪৩, রোড নং- ৩৫/এ, গুলশান, ঢাকা;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আকাশ টেকনোলজি লিমিটেড, হাউজ নং- ১৫২/৩-বি ফিরোজ টাওয়ার (৪র্থ তলা), বীর উত্তম নুরুজ্জামান রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫;
  - চেয়ারম্যান, সেজেস্টা লিমিটেড, হাউজ # ১০৪০ (২য় তলা), মিরপুর ডিওএস, এভিনিউ # ৮, পল্লবী, ঢাকা;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সহজ লিমিটেড, হাউজ # আনুস্কা ভবন, প্লট-২৩, ৫ম তলা, রোড # ০১, মিরপুর, ঢাকা;
  - ম্যানেজার, বোরাক সার্ভিসেস লিমিটেড, বাড়ি # ১, রোড #২৭, ধানমন্ডি, ঢাকা;
  - জেনারেল ম্যানেজার, আকিজ অনলাইন লিমিটেড, আকিজ চেম্বার, ৭৩ দিলকুশা, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০;
  - পরিচালক, যাত্রী সার্ভিসেস লিঃ. বাসা-৯৭/এ, রোড নং-২৫, বনানী, ঢাকা;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিজিটাল রাইড লিঃ, বাসা-১৩, ফ্ল্যাট-বি, রোড নং-৩বি, রোড নং-০৬, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা;
  - চেয়ারম্যান, এশিয়ান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক লিঃ, ঢাকা ট্রেড সেন্টার (৩য় তলা) ৯৯, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫;
  - জেনারেল ম্যানেজার (এফ এন্ড এ), হারিয়াপ টেকনোলজিস লি:, বাসা-১৮, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা;
  - ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কার্নিভাল অটোমোবাইলস লি:, বাড়ি# ৫৭ ও ৫৭/এ এভিনিউ, গুলশান, ঢাকা; এবং
  - হেড অব অপারেশন, Sha DigiPay Ltd, বাড়ি # ৫৯, রোড নং-দিশারি, হাওয়াপাড়া, থানা- কোতোয়ালী, সিলেট-৩১০০।
- **রাইডশেয়ারিং চালক সংগঠন সংশ্লিষ্ট :**
  ১। জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মারুফ, প্রেস সচিব, বাঁচাও রাইড পরিষেবা ঐক্য পরিষদ, হাউজ-২৯, রোড-৫ (দ্বিতীয় তলা), নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯; এবং
  ২। জনাব মোঃ হালিম তালুকদার, ঢাকা রাইড শেয়ারিং ড্রাইভারস্ ইউনিয়ন (DRDU), বাসা নং-১৪, লেন-৫, রোড নং-১১, ব্লক-সি, সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:
চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিআরটিএ, সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১২
(রাইডশেয়ারিং শাখা)
ওয়েব: www.brta.gov.bd

রাইডশেয়ারিং সার্ভিস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী (সংশোধিত)

সভাপতি : মীর আহমেদ তারিকুল ওমর
চেয়ারম্যান
সভার তারিখ : ০৩ মে ২০২৬
সময় : দুপুর-০২:০০ টা

সভার স্থান : বিআরটিএ'র সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং-২) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদকে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য অনুরোধ জানান। উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং-২) জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ সভায় বলেন যে, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সরকার কর্তৃক 'রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭' গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। উক্ত গেজেট প্রকাশের পর জুলাই/২০১৯ মাস থেকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়। অদ্যবধি ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে এ সার্ভিসের আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ করা হলেও রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে মাত্র ৩-৪টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে দেখা যায়। এ পর্যন্ত এ সার্ভিসের আওতায় প্রায় ৩৫ হাজার মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট গ্রহণপূর্বক রাইডশেয়ারিং সার্ভিস প্রদান করছে। রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এ বর্ণিত ট্যাক্সিক্যাবের ভাড়ার হার যুগোপযোগী করাসহ নীতিমালার বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাবনা ইতঃপূর্বে জানিয়েছেন। ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এ বর্ণিত ভাড়ার হার সর্বশেষ গত এপ্রিল/২০১৪ সালে পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উক্ত ভাড়ার হার পুনঃনির্ধারণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিসের জন্য উপযুক্ত ভাড়া কাঠামো নির্ধারণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে। সে নিরিখে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালার সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হলে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে সকল স্টেকহোল্ডারের মতামত নিয়ে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা প্রেরণের জন্য ১৯ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালক কর্তৃক ভাড়ার হার পুনর্নির্ধারণের পাশাপাশি কমিশনের হার নির্দিষ্টকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা ও শোভন কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, অ্যাপ কোম্পানীগুলোর অনিয়ম ও একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে আলোচনার জন্য অদ্যকার এ সভা আহবান করা হয়েছে।

২। কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রতিনিধি বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) জনাব এম শামস্ এ খান সভায় বলেন, সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে আমরা সকলেই ভোক্তা। যিনি রাইডশেয়ারিং এ চালক হিসেবে সার্ভিস প্রদান করছেন তার পরিবারের সদস্যরা কোনো না কোনোভাবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম অন্য কোনো রাইডশেয়ারিং প্ল্যাটফর্মের সার্ভিস নিচ্ছেন। সে হিসেবে আমাদের সকলের কথা চিন্তা করে একটি যুগযোগী ভাড়ার কাঠামো প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিআরটিএ-এর আইটি এক্সপার্টদেরকে দিয়ে অ্যাপের ভাড়ার হার রিভিউ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এতে করে বুঝা যাবে দুইটি মোটরযান একই গন্তব্যে যাওয়ার জন্য সমান্তরালভাবে একই লিমিট এর মধ্যে রয়েছে নাকি তারা ইচ্ছামতো ভাড়ার হার অনুসরণ করছে। বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় বিআরটিএ-এর আইটি বিশেষজ্ঞগণ অ্যাপস এর ব্যাকএন্ডের ভাড়ার হার বিশ্লেষণ করছেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়। রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালকের কার্যক্রম যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাইডশেয়ারিং কোম্পানিসমূহের ব্যবহৃত অ্যাপস্ এর যাবতীয় বিষয়ে প্রবেশাধিকার বিআরটিএ-এর আইটি এক্সপার্টদের থাকা উচিৎ মর্মে সভায় তিনি মতামত প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, এ সার্ভিসে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বিআরটিএ কর্তৃক একটি অ্যাপস্ প্রস্তুত করে সেটিকে কমন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহারের জন্য রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। এতে করে রেগুলেটরি বডি হিসেবে বিআরটিএ অ্যাপস্ এর ব্যাকএন্ডের সকল বিষয়াদি আইটি এক্সপার্ট কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। সভাপতি মহোদয়ের প্রস্তাবনার আলোকে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

CamScanner

(ক্যাব) এর প্রতিনিধি একমত পোষণ করে বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে বিআরটিএ থেকে একটি অ্যাপস্ ডেভেলপ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

৩। রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালক জনাব শেখ মহসিন সভায় বলেন যে, রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনকারী কোম্পানীগুলো কর্তৃক ২০২৩ সাল পর্যন্ত তাঁদের অ্যাপসে একটা ফিক্সড প্রাইজিং এর মধ্যে রেখে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত একই রকম ভাড়ার কাঠামো রাখতো। শুধুমাত্র যাত্রীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কিলোমিটার প্রতি ভাড়া, মিনিট প্রতি ভাড়া, মিনিমাম বেইজ ফেয়ার ঠিক রেখে ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে চালকদের সামনে উপস্থাপন করতো। যার ফলে ২০২৩ সাল পর্যন্ত চালকরা ভাড়া সংক্রান্ত কোনো আন্দোলন করেনি এবং আপত্তিও ছিলো না। পাশাপাশি, উবার ও পাঠাও লিঃ কর্তৃক রাইডশেয়ারিং সেবা নেয়ার পর যে ওয়েবিল প্রদান করতো সেটি যদি কখনো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরিবর্তন হতো পরবর্তীতে তা সমন্বয় করে দেয়া হতো। তিনি সভায় উপস্থিত পাঠাও লিমিটেড এর প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বর্তমানে পাঠাও লিমিটেড কর্তৃক অ্যাপসে শুধুমাত্র চালকদেরকে মিনিমাম ফেয়ার দেখায় যেটি কার প্লাস (২০০৬ সালের পূর্বের মডেল) এবং কার প্লাই (২০০৬+ মডেল) হিসেবে বিবেচিত। যাত্রীদের দেখায় মিনিট প্রতি, কিলোমিটার প্রতি এবং মিনিমাম ফেয়ার কিন্তু তা চালকরা দেখতে পারছেনা। সম্প্রতি পাঠাও লিমিটেড কর্তৃক কার প্লাস যেটি মূলত ২০০৬ মডেলের নিচে এবং কার প্লাই যেটি মূলত ২০০৬ মডেল বা তার উপরের মডেলের মোটরযানগুলোকে বিবেচনা করে মিনিমাম বেইজ ফেয়ার ১৫০ টাকা থেকে ২৫০ টাকায় উন্নীত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো মিনিমাম ফেয়ার ২৫০ টাকা দিচ্ছে সেটি কতো কিলোমিটার পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে তা চালকরা জানতে পারছেন না। সভাপতি এ বেইজ ফেয়ার কিভাবে নির্ধারণ করা হল এবং এত বিআরটিএ-এর পূর্বানুমোদন রয়েছে কিনা তা জানতে চান।

৫। এ পর্যায়ে সভাপতি পাঠাও লিমিটেড এর প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পাঠাও লিমিটেড এর আইন উপদেষ্টা জনাব আরিফ খান সভায় বলেন, ট্যাক্সিক্যাবে যাত্রার শুরুতে কিলোমিটার হিসাব করা যায় না কিন্তু রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে যাত্রার শুরুতেই গন্তব্যের স্থান নির্দিষ্টভাবে কিলোমিটার হিসাব প্রক্ষেপন করা যায়। প্রস্তাবিত "রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ (সংশোধিত- ২০২৫)" এর খসড়া প্রস্তুত করার জন্য ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে, যদিও সেই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, চালক কিংবা অংশীদারদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। সরকারের যেকোনো পলিসি প্রণয়ন/সংশোধন করার ক্ষেত্রে সাধারণত সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের সুযোগ রাখা হলেও, বিআরটিএ কর্তৃক তা অনুসরণ করা হয়নি। একটি যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত ও অংশীজনভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বিআরটিএ, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক নীতিমালা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ। সভায় রাইডশেয়ারিং খাতে নিয়োজিত যানবাহনের মালিক/ চালকদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাদাভাবে সভা আয়োজনপূর্বক বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের রাইডশেয়ারিং খাতের বিলুপ্তিরোধ এবং এই সম্ভাবনাময় খাতকে পুনরুজ্জীবিত করার নিমিত্তে মোটরযান মালিক/চালকদের প্রস্তাবনাসমূহ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়।

৬। উবার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধি জনাব সামিউল ওয়াসেক ভাড়ার কাঠামো নিয়ে বলতে যেয়ে বলেন যে, প্রথমত মিটার ও জিপিএস ভিত্তিক গণনা এক নয়। মিটারে মোটরযান থামলে ওয়েটিং চার্জ যুক্ত হয়। কিন্তু জিপিএস ভিত্তিক সিস্টেমে রিয়েল টাইম ট্রাফিক বিবেচনায় নিয়ে আগেই সময় ও ভাড়া নির্ধারণ করা হয়। এই প্রেক্ষিতে গন্তব্য A থেকে B পর্যন্ত যেকোনো সময়কে শূন্য ধরা বাস্তবসম্মত নয় এবং এটি চালকদের আয়ের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলবে। দ্বিতীয়ত, রাইডশেয়ারিং অ্যাপে/প্ল্যাটফর্মে অটোরিকশা যুক্ত হওয়ার ফলে যাত্রীসেবার মান ও অ্যাক্সেস দুইই বেড়েছে। যারা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে মোটরযান বা বাইক ব্যবহার করতে পারেন না, তাদের জন্য এটি একটি কার্যকর বিকল্প। একই সাথে চালকদের আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-এসি মোটরযান পাইলট পর্যায়ে আছে। যাত্রীদের চাহিদা না থাকলে উবার তা বন্ধ করে দেবে। তৃতীয়ত, কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট। বিআরটিএ কর্তৃক সরাসরি গ্রিভেন্স হ্যান্ডল করার উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে এখানে ২৪/৭ সাপোর্ট এবং দ্রুত সমাধান নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ সমস্যা অনলাইনে ৩০ মিনিটের মধ্যে সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এর ব্যত্যয় হলে বর্তমান প্রসেস রাখা দরকার। সভাপতি উবার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, উবারের অ্যাপস্ এ বেইজ ফেয়ার ২৫০ টাকা প্রদর্শন করে মর্মে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়। অথচ ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এর ভাড়ার হার সংশোধনীর ২০১৪ সালের প্রস্তাবনায় বেইজ ফেয়ার বা প্রথম দুই কিলোমিটারের জন্য সর্বোচ্চ ৮৫ টাকার উপর নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়ে উবার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধি জনাব সামিউল ওয়াসেক সভায় বলেন, তৎকালীন চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে তিনি মৌখিক সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং এ বিষয়ে বিআরটিএ-কে তাঁর প্রতিষ্ঠান হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠান হতে অথরিটি বরাবর প্রস্তাবনা আসতেই পারে। কিন্তু, অথরিটি থেকে লিখিতভাবে সে বিষয়ে সম্মতি না দিলে কোনোভাবেই সেটি বৈধতা পেতে পারে না। সভাপতি এ সংক্রান্ত পত্র রয়েছে কিনা সেটি খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উবার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধি সভায় আরো বলেন, রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে নিয়োজিত মোটরযান চালকদের এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন বিআরটিএ-তে

CamScanner

পেন্ডিং রয়েছে। এ বিষয়ে রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালক শেখ মহসিন সভায় বলেন যে, তাঁরাও অন্যান্য রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালকদের কাছ থেকে রাইডশেয়ারিং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট অনুমোদন না হওয়ার বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করলে এ সংক্রান্ত মোটরযানের নম্বরের তালিকা প্রেরণ করার জন্য সভায় মত প্রকাশ হয়।

৭। রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালক জনাব মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মারুফ সভায় বলেন যে, ২০২৩ সাল পর্যন্ত এ সার্ভিসটি স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। হঠাৎ রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনাকারী কোম্পানী-গুলোর ভাড়া কমানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অতি মুনাফালোভী নীতি-নির্ধারণ, উচ্চ কমিশন কর্তন, কোন প্রকার আইনি সহায়তা প্রদান না করায় নিরাপত্তাহীনতাসহ নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আজ এ সার্ভিসটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এই সেক্টরের কর্মীরা রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করে এ সার্ভিসের মান বৃদ্ধি করে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে এই শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে সর্বত্র দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবি মানুষ অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছে। খাদ্য পণ্য ক্রয়, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাড়ীভাড়াসহ সব কিছুর দাম আকাশচুম্বি। এ সেক্টরের কর্মীরা এখন নিদারুণ কষ্টে আছে। উল্লেখ্য যে, এ সার্ভিসের চাহিদা দিনদিন বেড়েই চলছে। কিন্তু সে অনুযায়ি এ সেক্টরের শ্রমিকেরা কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা ও সুফল পাচ্ছে না। এ সার্ভিসটির বয়স প্রায় ১০ বছর অতিবাহিত হলেও মূলত ২০১৪ সালের প্রদত্ত ট্যাক্সি সার্ভিসের ভাড়া কাঠামোর আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে এ সার্ভিসের মানোন্নয়নে ও এ পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ সার্ভিসটিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা সংশোধন, চালকদের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান, ন্যায্য ভাড়া কাঠামো প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে যুক্তি ও ব্যাখ্যাসহ নিম্নোক্তভাবে দাবীসমূহ তুলে ধরেন:

ক্রম	দাবীর বিষয়	আলোচনা
১	পাঠাও এবং ইনড্রাইভ (inDrive) এর দুর্ঘটনাপ্রবন বিডিং সিস্টেম পদ্ধতি এপ্লিকেশন থেকে বাদ দিতে হবে অন্যথায় দুর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। (ক) পাঠাও লিমিটেড নামের একটি রাইডশেয়ারিং কোম্পানী বিডিং/দর কষাকষি সিস্টেমে ভাড়া নির্ধারণ করছে যা গণপরিবহণের ইতিহাসে বিরল এবং ভাড়া নির্ধারন পদ্ধতির সুস্পষ্ট লংঘন। (খ) বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে গত ২২ জুলাই ২০২৫ তারিখ রাইডশেয়ারিং সেবা প্রদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশনে বিডিং সিস্টেম অপশন বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে পাঠাও লিমিটেড বরাবর পত্র প্রেরন করা হয়। যাহার স্মারক নং-১৩৬১। উক্ত পত্রের নির্দেশ অমান্য করে অদ্যবধি পাঠাও লিমিটেড তার প্রতিষ্ঠানের অ্যাপ্লিকেশনে বিডিং সিস্টেম চালু রাখার বিষয়ে বিআরটিএ সদর কার্যালয় থেকে সর্বশেষ গত ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে পাঠাও লিমিটেড এর বিপরীতে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যবধি পাঠাও লিমিটেড এর অ্যাপ্লিকেশনে বিডিং সিস্টেম বহাল রয়েছে। আমরা মনে করি রাইডশেয়ারিং সেবা প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে অনতিবিলম্বে রাইডশেয়ারিং সেবা প্রদানকারী সকল কোম্পানীর অ্যাপ্লিকেশনে বিডিং সিস্টেম বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।	সভাপতি এ বিষয়ে সভায় বলেন, যেহেতু বিদ্যমান আইনে মোটরযান চালক মোটরযান চালনারত অবস্থায় মোবাইল ফোন বা অনুরূপ সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারেন না সেহেতু রাইডশেয়ারিং অ্যাপে মোটরযান চালনারত অবস্থায় কোনোভাবেই বিডিং সিস্টেমে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা সমিচীন হবে না। সভায় চালকদের বিডিং সিস্টেম ব্যবহার বন্ধ করার জন্য রাইডশেয়ারিং কোম্পানীসমূহকে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও কেবলমাত্র যাত্রীদের পক্ষ থেকে বিডিং এর মাধ্যমে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নেওয়ার সুযোগ রাখার বিষয়টি সভায় উত্থাপিত হলে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রতিনিধি সভায় বলেন, উভয় পক্ষের বিডিং সিস্টেম বন্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত হবে।
২	অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত ইনড্রাইভ এর সকল কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ নির্দেশনা জারি করতে হবে: যেহেতু ইনড্রাইভ (inDrive) বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদনহীনভাবে ও নীতিমালা অনুসরণ না করে বিডিং পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাই অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত তার সকল কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। ইনড্রাইভ (inDrive)	সভাপতি সভায় বলেন, বিআরটিএ থেকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নয় এরূপ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রাখার বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নেই এরূপ কেউ রাইডশেয়ারিং সার্ভিস প্রদান করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রয়োজনীয়

CamScanner

ক্রম	দাবীর বিষয়	আলোচনা
	পৃথিবীর বহু দেশে সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন মেনে ভিন্ন ভিন্ন মডেলে অপারেশন পরিচালনা করছে। অনেক দেশেই তারা বিডিং/দর কষকষি পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে নির্ধারিত ভাড়া প্রদর্শন পদ্ধতিও চালু করেছে।	আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন মর্মে সভায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩	পাঠাও এবং উবারের এপ্লিকেশন অ্যাপ থেকে নীতিমালা বহির্ভূত অনুমোদনহীন CNG অটোরিক্সা সার্ভিস বন্ধ করতে হবে: রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা-২০১৭ এর অনুচ্ছেদ-ক এর ৫ ধারায় বলা আছে, রাইডশেয়ারিং সার্ভিস এর আওতায় ব্যক্তিগত মোটারযান যেমন- মোটরসাইকেল, মোটর কার, জিপ, মাইক্রোবাস এবং এ্যাম্বুলেন্স অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এ নীতিমালায় কোথাও বলা নেই যে ব্যক্তিগত সিএনজি বা বাণিজ্যিক সিএনজি অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, অথচ গণহারে বাণিজ্যিক সিএনজি পাঠাও/উবারের এপ্লিকেশন অ্যাপে অন্তর্ভুক্ত করে অপারেশন পরিচালনা করছে। বাণিজ্যিক সিএনজির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পৃথক নীতিমালা রয়েছে এবং তার বিপরীতে CNG অটোরিক্সা চালককে সরকারকে কোন প্রকার কমিশন দিতে হয় না। কিন্তু উবার/পাঠাও তার এপ্লিকেশন অ্যাপে সিএনজি যুক্ত করে প্রতি রাইড থেকে ৫% কমিশন কর্তন করে নিচ্ছে। উল্লেখ যে, প্রাইভেট সিএনজি অটোরিক্সা ওনার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ হোসাইন গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ এর হাইকোর্ট ডিভিশনে Writ Pettion No: 15536 of 2022 দায়ের করেন। গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ রাইডশেয়ারিং নীতিমালা-২০১৭ এর অনুচ্ছেদ-ক এর ৫ সংশোধন প্রসঙ্গে একটি প্রত্র সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। যাহার স্মারক নং-৩৩৫.০৩,০০০০.০০৩.৩০.০০৬.২০-৩২০। সভায় জানানো হয় যে, এখনও নীতিমালার সেই ধারা সংশোধন করা হয়নি। এখানে শুধু প্রাইভেট সিএনজি সংক্রান্ত বিষয়ে রিট পিটিশন দায়ের করা হলেও বাণিজ্যিক সিএনজির বিষয়ে কোন রিট পিটিশন করা হয়নি। অপরদিকে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরিত রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭ সংশোধিত ২০২৫ এর প্রস্তাবনা অধিকতর পর্যালোচনার নিমিত্তে ১০ ডিসেম্বের ২০২৫ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় বিআরটিএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যপত্রে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয় যে- ৩০ নভেম্বর ২০২৫ ইং তারিখ বিভিন্ন সিএনজি শ্রমিক সংগঠন ও ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান বরাবর প্রাইভেট সিএনজি অটোরিক্সাকে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত না করার অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করা হয়েছে।	সভাপতি বলেন, রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী থ্রি-হুইলার জাতীয় অটোরিকশা রাইডশেয়ারিং অ্যাপস্ এ যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ কারণে সকল রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সিএনজি অটোরিকশা / মোটরক্যাব রিকশা অ্যাপস থেকে বাতিল করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

CamScanner

ক্রম	দাবীর বিষয়	আলোচনা
৪	উবারের এপ্লিকেশন অ্যাপ থেকে UberX-Non AC সার্ভিস প্রত্যাহার করতে হবে : বাংলাদেশে বর্তমানে রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে যুক্ত কোন Non AC প্রাইভেট কার নেই, প্রায় সকল প্রাইভেট কারই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। Non AC সার্ভিসে মোটরকারের জানালা খোলা রেখে যাত্রাপথে যাত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং এ সার্ভিসের গুনগত মান ধরে রাখতে ও মানউন্নয়নে উবারের এপ্লিকেশন থেকে UberX-Non AC সার্ভিস অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। নচেত যাত্রী সাধারনের মাঝে এ সার্ভিস সম্পর্কে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বলে আমরা মনে করি।	সভাপতি সভায় বলেন, ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এ ভাড়ার হার সংক্রান্ত ২০১৪ সালের সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সুস্পষ্টভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ট্যাক্সিক্যাবের কথা উল্লেখ থাকায় কোনোভাবেই নন-এসি সার্ভিস রাইডশেয়ারিং অ্যাপস এ অন্তর্ভুক্ত করার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই অ্যাপস্ এ নন-এসি সংক্রান্ত ফিচার/সংস্থান উল্লেখ থাকলে সেটি দ্রুততম সময়ে সরিয়ে ফেলার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।
৫	সর্বোচ্চ ১০% কমিশন কর্তনের বিষয় নিশ্চিত করতে হবে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা-২০১৭ এর কোথাও কমিশন কর্তনের বিষয় উল্লেখ নেই। অথচ প্রতিটি কোম্পানী বিশেষ করে উবার/পাঠাও যে যার মত করে প্রতিটি রাইড থেকে অযৌক্তিক হারে কমিশন কর্তন করে নিচ্ছে। উবার মোটরকারের ক্ষেত্রে প্রতি রাইডে ২২%-২৫% কমিশন কর্তন করে, সিএনজির প্রতিটি রাইডের ক্ষেত্রে ৫% কমিশন কর্তন করে এবং মোটর সাইকেলে Go Pass নামে ২টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কমিশন কর্তন করে। যেমন: Unlimited Pass ২৪ ঘন্টার জন্য ৭০ টাকা, ৭২ ঘন্টার জন্য ১৭৫ টাকা, ৭ দিনের জন্য ৩৫০ টাকা। Earning Pass মেয়াদ-১৮০ দিন লিমিট-৮০০ টাকা প্যাকেজ মূল্য-৮০ টাকা, মেয়াদ-১৮০ দিন লিমিট-২০০০ টাকা প্যাকেজ মূল্য-১৮০ টাকা। অপরদিকে পাঠাও লিমিটেড মোটরকারের ক্ষেত্রে প্রতি রাইডে ৫%-২০% পর্যন্ত কমিশন কর্তন করে, সিএনজির প্রতিটি রাইডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে কমিশন কর্তন করে এবং মোটর সাইকেলে প্রথম ২টি রাইডে ১৫%, পরবর্তী ২টি রাইডে ১০%, পরবর্তী ২টি রাইডে ৫%, এবং পরবর্তী সকল রাইডে ১% হারে তথা শতকরা ১%-১৫% কমিশন কর্তন করে। সভা মনে করে সার্বিক দিক বিবেচনায় মোটরকারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০% এবং মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫% কমিশন কর্তনের বিষয়ে নির্ধারণ করতে হবে।	সভাপতি সভায় বলেন, রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালায় ভাড়ার হার ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইনে বর্ণিত ভাড়ার হার অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত নীতিমালায় কমিশন আদায়ের বিষয়টি উল্লেখ নেই। এ কারণে যাত্রী সাধারণ কর্তৃক ভাড়ার হার অনুযায়ী প্রদেয় ভাড়ার পুরো অংশ রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালকের প্রাপ্য। যেহেতু রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করছেন সেহেতু উক্ত কোম্পানীর জন্য কমিশন থাকা যুক্তিযুক্ত এবং উক্ত কমিশনের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১৫% থাকার প্রস্তাব করলে সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। তবে উবার বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে কমিশনের পরিমাণ ২০% নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, কমিশনের হার সর্বোচ্চ ১৫% যুক্তিযুক্ত এবং যাত্রী কর্তৃক নির্ধারিত মোট ভাড়ার ১৫% কমিশন হিসেবে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।
৬	অনতিবিলম্বে বন্ধ বা সাময়িক স্থগিতকৃত সকল আইডি বা একাউন্ট খুলে দিতে হবে এবং যথাযথ তদন্ত ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ব্যতীত কোন আইডি বা একাউন্ট বন্ধ বা সাময়িক স্থগিত করা যাবে না। বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে ২২ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সেবাগ্রহণকারীর অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা আমলে নিয়ে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে সাথে সাথে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে চালকদের আইডি স্থগিত না করে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করত পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা জারি করা হয়। যাহার স্মারক নং ১৩৬২। তথাপি অদ্যাবধি উবার নানা অজুহাতে আইডি স্থগিত অব্যাহত	সভাপতি সভায় বলেন, রাইডশেয়ারিং সার্ভিস সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে একাউন্ট বন্ধ বা সাময়িক স্থগিত করার কোনো সুযোগ নেই। কোনো অভিযোগকারী কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করাই যুক্তিযুক্ত। এ লক্ষ্যে যেকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা গুরুতর হলে সেটি সক্রিয় বিবেচনায় এনে তা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। সাধারণ অভিযোগগুলো উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

CamScanner

ক্রম	দাবীর বিষয়	আলোচনা
	রেখেছে। অপরদিকে পাঠাও নানা অজুহাতে আইডি স্থগিত বা বাতিল অব্যাহত রেখেছে, এমনকি পাঠাও Hidden Punishment Policy এর আওতায় অনেকের আইডি স্থগিত বা বাতিল না করে উক্ত আইডিতে কোন প্রকার রাইড রিকোয়েষ্ট দিচ্ছে না। যার অসংখ্য নজীর রয়েছে। তন্মধ্যে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ (মারুফ) জানান যে, কোন এক অজ্ঞাত কারণে আজ প্রায় ১ মাস যাবৎ পাঠাও তাকে কোন রাইড রিকোয়েষ্ট দেওয়া হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তিনি ১৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা-২০১৭ এর অনুচ্ছেদ-ছ এর ৪ ধারা অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আপিল করেছেন, এখনও এ আপিল নিষ্পত্তি হয়নি। এভাবে যখন তখন কোন প্রকার তদন্ত ব্যতীত কারও আইডি বন্ধ বা স্থগিত করলে ধীরে ধীরে এ সেক্টরটি চরমভাবে ক্ষতির সম্মুক্ষীন হবে বলে সভায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।	
৭	পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ অন্যান্য শ্রমিকদের বিরুদ্ধে পাঠাও কর্তৃক দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। পাঠাও লিমিটেড ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পল্লবী থানায় বাঁচাও রাইড পরিষেবা ঐক্য পরিষদ-এর আহবায়ক ও সদস্য সচিবের নামে পাঠাও এর মিরপুর অফিসে হামলা করার অভিযোগ করে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এছাড়াও উক্ত মামলায় আর ৮-১০ জন সাধারণ চালককে আসামী করা হয়। উল্লেখ্য যে- মামলার এজহারে ঘটনার বিবরণীতে ঘটনা ও ঘটনার সময় (৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ আনুমানিক দুপুর ২:০০ টা থেকে ৩:৩০ টা) উল্লেখ করা হয়েছে সে সময় পরিষদের আহবায়ক ও সদস্য সচিব রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭ (সংশোধিত ২০২৫) এর প্রস্তাবনা অধিকতর পর্যালোচনার নিমিত্তে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় বিআরটিএ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার চিঠি সংগ্রহের জন্য প্রায় সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান করছিলেন। পাশাপাশি ২ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ বাঁচাও রাইড পরিষেবা ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে সতর্ক করে কোন কোম্পানীর অফিসে কোন ধরনের অবস্থান গ্রহণ না করার জন্য বিবৃতি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। অতএব কোন অবস্থাতেই পরিষদের নেতৃবৃন্দ এঘটনার সাথে জড়িত নয় তাই অনতিবিলম্বে এ মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।	সভাপতি সভায় বলেন, অহেতুক যেন কাউকে মামলা সংক্রান্ত হয়রানী না করা হয় সে বিষয়গুলো রাইডশেয়ারিং কোম্পানীগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে, বিচারিক বিষয়গুলো আদালতের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।
৮	চলমান সংকট নিরসনে সময় উপযোগী ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সকল কোম্পানীর জন্য এক ও অভিন্ন ভাড়া কাঠামো মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া আধুনিক এই সার্ভিসের মাধ্যমে একদিকে যেমন নাগরিকগণ আরামদায়ক ও নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা পেয়েছে তেমনি লক্ষাধিক পেশাদার, অপেশাদার চালকদের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং যোগাযোগ খাতের চাকাও সচল হয়েছে। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে	সভাপতি সভায় বলেন, ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এ ভাড়ার হার সংক্রান্ত ২০১৪ সালের সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত ভাড়ার হারের চেয়ে অতিরিক্ত নির্ধারণ করার কোনোভাবেই সুযোগ নেই। সে হিসেবে প্রথম ২ কিলোমিটার মিনিমাম বেইজ ফেয়ার ৮৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ৩৪ টাকা, প্রতি ২ মিনিট ওয়েটিং টাইমের জন্য ৮.৫০ টাকা হারে নির্ধারিত ভাড়া অনুসরণ করেই কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রস্তাব করলে সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

CamScanner

ক্রম	দাবীর বিষয়	আলোচনা
	ইনড্রাইভ নামে একটি কোম্পানি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারণা চালিয়ে বিডিং পদ্ধতির মাধ্যমে ভাড়া কমিয়ে যাত্রী আকর্ষণের চেষ্টা করে এবং ইনড্রাইভকে অনুসরণ করে পাঠাও লিমিটেড মোটরকারের ক্ষেত্রে দুর্ঘটন-প্রবন বিডিং সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে ভাড়া কমিয়ে যাত্রী আকর্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। ফলে এর ধারাবাকিতায় উবার কোম্পানিও যাত্রী ধরে রাখার জন্য ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এ সার্ভিসের সাথে যুক্ত যানবাহনগুলোর জ্বালানি ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা না করেই কোম্পানিগুলোর ভাড়া নির্ধারণ এবং মাত্রাঅতিরিক্ত কমিশন গ্রহণের এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে চালকগন শারীরিক, মানুষিক ও অর্থনৈতিক ভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। এর ফলে দিন দিন এই সেক্টরের সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করছে এবং বর্তমানে তা এই সেক্টরের সঙ্গে জড়িত চালকদের জন্য জীবন-মরণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আমরা গত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মতান্ত্রিক ও গঠনমূলক উপায়ে বারবার বিআরটিএ-এর দ্বারস্থ হয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায়, ২০১৭ সালের নীতিমালার যেসব ধারা এই সংকটের জন্য দায়ী ছিল, সেগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিআরটিএ ও আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সংশোধনী প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হলো, এই সংশোধিত নীতিমালাটি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি। এ সময়ে তারা একাধিকবার বিআরটিএ কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট ও বাস্তব অগ্রগতি তারা দেখতে পাননি বলে সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে সদ্যসমাপ্ত পবিত্র ঈদুল ফিতর তাদের অনেকের জীবনে আনন্দের নয়, বরং কষ্টের স্মৃতি হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে আবারও একটি ঈদ ঈদুল আযহা সমাগত। এই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে "রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা-২০১৭ (সংশোধিত) ২০২৫" গেজেট আকারে প্রকাশ ও কার্যকরী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অ্যাপ-ভিত্তিক রাইড সার্ভিসে যুক্ত মোটরযান চালকদের জন্য ন্যায্যতার ভিত্তিতে ভাড়া সমন্বয় করে একটি মানসম্মত ও সকল কোম্পানীর জন্য অভিন্ন ভাড়া কাঠামো প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরী বলে তারা সভায় বলেন। "রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা-২০১৭" অনুযায়ী কিলোমিটার প্রতি ৩৪ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হলেও বর্তমানে উবার এবং পাঠাও কিলোমিটার প্রতি যে ভাড়া প্রদান করছে তা কোনভাবেই বাস্তবতার সাথে সাম্যঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উবার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাড়া প্রদান করছে। মোটরকারের ক্ষেত্রে কখনও কিলোমিটার প্রতি ১০.৭৫ টাকা, কখনও ১২.১৬ টাকা, কখনও ৮.৬২ টাকা, কখনও ১১.২৯ টাকা, কখনও ১৩.৭৯ টাকা প্রদান করছে। সিএনজি অটোরিক্সার ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি ১১.০০ টাকা প্রদান	

CamScanner

ক্রম	দাবীর বিষয়	আলোচনা
	করছে। মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে কিলোমিটার প্রতি কত দিচ্ছে তা স্পষ্ট নয় কারণ মোটরসাইকেলের কিলোমিটার অপশনে ০০ টাকা দেখায়। অপরদিকে মিনিমাম ফেয়ার এবং প্রতি মিনিটের ক্ষেত্রেও প্রতি কিলোমিটার ন্যায় সময়ে সময়ে তারতম্য করে প্রদান করা হয়। কোন কোন সময় চালকগণ দেখতে পান যে, মোটরকারের থেকে সিএনজির ভাড়া বেশি দেওয়া হচ্ছে, এটা কিভাবে সম্ভব তা তাদের বোধগম্য নয়। পাঠাও কিভাবে ভাড়া নির্ধারণ ও প্রদান করে তা চালকদের নিকট বোধগম্য নয়। কারণ তাদের অ্যাপে পাঠাও কার প্লাস ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে শুধু মিনিমাম ফেয়ার ২৫০.০০ টাকা, সেফটি কভারেজ ফি ১২ টাকা প্রদর্শন করে। পাঠাও কার প্রাইম ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে শুধু মিনিমাম ফেয়ার ৩২০.০০ টাকা, সেফটি কভারেজ ফি ১২ টাকা প্রদর্শন করে।। মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে শুধু মিনিমাম ফেয়ার ৮৫.০০ টাকা, সেফটি কভারেজ ফি ৩ টাকা প্রদর্শন করে। সিএনজির ক্ষেত্রে শুধু মিনিমাম ফেয়ার ১২০.০০ টাকা, সেফটি কভারেজ ফি ৭ টাকা প্রদর্শন করে। প্রতি কিলোমিটার ও প্রতি মিনিটে কত টাকা করে দিচ্ছে বা নিচ্ছে তা সম্পূর্ণরুপে অস্পষ্ট। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে রাইডশেয়ারিং চালকগণ জানান যে, কোম্পানীর ভাড়া নির্ধারণ পদ্ধতি স্বচ্ছ নয়। তাই, বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ সকল কোম্পানীর জন্য একই ভাড়া কাঠামো মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে এ সার্ভিসের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণ পক্রিয়া বা ভাড়া কাঠামো প্রদান পূর্বক প্রজ্ঞাপন বা গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার জন্য আবেদন জানানো হয়। পাশাপাশি ভাড়া সংক্রান্ত এ অসুস্থ্য প্রতিযোগিতা ও অনৈতিক পলিসি প্রণয়ন বন্ধে বিআরটিএ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া কাঠামোর আলোকে প্রতি কিলোমিটার, প্রতি মিনিট, মিনিমাম ফেয়ার ও ওয়েটিং চার্জ অনুযায়ী ভাড়ার সঠিক হিসেব সকল কোম্পানীর এপ্লিকেশন অ্যাপে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।	

৮। এ পর্যায়ে রাইডশেয়ারিং মোটরযান চালক জনাব শেখ মহসিন সভায় বলেন যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে কতো সময় প্রয়োজন হবে। পাঠাও লিমেটেড এর প্রতিনিধি জনাব আরিফ সভায় বলেন, সরকার থেকে নির্দেশনা পেলে তা বাস্তবায়ন করা হবে। সভাপতি বলেন যে, বিআরটিএ সরকারেরই একটি অংশ। সে হিসেবে আগামী ১০ মে ২০২৬ তারিখ হতে উক্ত কার্যক্রমগুলো সকল রাইডশেয়ারিং কোম্পানী কর্তৃক বাস্তবায়ন করতে হবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৯। **সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :**

(ক) রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন হতে বিডিং সিস্টেম রাখা যাবে না এবং এ কার্যক্রম আগামী ১০ মে ২০২৬ তারিখ হতে বন্ধ করতে হবে।
বাস্তবায়নে : রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান;

(খ) বিআরটিএ থেকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রাখার বিষয়ে বিআরটিএ একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবে;
বাস্তবায়নে : বিআরটিএ;

CamScanner

(গ) রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী থ্রি-হুইলার জাতীয় অটোরিকশা রাইডশেয়ারিং অ্যাপস্ এ যুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ কারণে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সিএনজি অটোরিকশা/মোটরক্যাব রিকশা অ্যাপস থেকে বাতিল করতে হবে।
বাস্তবায়নে : রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এ ভাড়ার হার সংক্রান্ত ২০১৪ সালের সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সুস্পষ্টভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ট্যাক্সিক্যাবের কথা উল্লেখ থাকায় কোনোভাবেই নন-এসি সার্ভিস রাইডশেয়ারিং অ্যাপস এ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। বিষয়টি সকল রাইডশেয়ারিং কোম্পানীসমূহকে আগামী ১০ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নে : রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান;

(ঙ) রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে সর্বোচ্চ কমিশনের হার হবে ১৫%। মোট ভাড়ার উপর ১৫% হারে কমিশন রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে সেবা গ্রহণকারী যাত্রী পরিশোধ করবেন। এক্ষেত্রে চালকগণ নির্ধারিত হারে ভাড়া পাবেন। তাদের ভাড়া থেকে এ কমিশন কর্তন করা যাবে না। ইহা আগামী ১০ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নে : রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান;

(চ) রাইডশেয়ারিং সার্ভিস সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে একাউন্ট বন্ধ বা সাময়িক স্থগিত করা যাবে না। এ লক্ষ্যে যেকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা গুরুতর হলে সেটি সক্রিয় বিবেচনায় এনে তা বিআরটিএ-এর আপিল অথরিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। সাধারণ অভিযোগগুলো উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করতে হবে। বিআরটিএ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ আপিল অথরিটি হিসেবে কাজ করবেন।
বাস্তবায়নে: বিআরটিএ ও রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।

(ছ) ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন, ২০১০ এ ভাড়ার হার সংক্রান্ত ২০১৪ সালের সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে অনুযায়ী প্রথম ২ কিলোমিটার মিনিমাম বেইজ ফেয়ার ৮৫ টাকা এবং পরবর্তী প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ৩৪ টাকা, প্রতি ২ মিনিট ওয়েটিং টাইমের জন্য ৮.৫০ টাকা হারে নির্ধারিত ভাড়া অনুসরণ করেই রাইডশেয়ারিং সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পরবর্তী নীতিমালায় ভিন্নতর কিছু না হওয়া পর্যন্ত এই হার প্রযোজ্য হবে। বিষয়টি সকল রাইডশেয়ারিং কোম্পানীসমূহকে আগামী ১০ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে নিশ্চিত করতে হবে।
বাস্তবায়নে: বিআরটিএ ও রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান।

(জ) রাইডশেয়ারিং সার্ভিসের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে রাইডশেয়ারিং কোম্পানীগুলোর অ্যাপস্ কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করার জন্য বিআরটিএ কর্তৃক অ্যাপস্ প্রস্তুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে : পরিচালক (অপারেশন), বিআরটিএ।

৯। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৫.০৫.২০২৬

মীর আহমেদ তারিকুল ওমর
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১১
ই-মেইল: chairman@brta.gov.bd

CamScanner